সংজ্ঞা-সমীক্ষা

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সংজ্ঞা-সমীক্ষা

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মানুষ চায় অভ্রান্ত চলনে চ'লে সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অধিকারী হ'তে। কিন্তু এই অভ্রান্ত চলনের জন্য প্রয়োজন বোধ-বিশুদ্ধি। বিকৃত বোধনা আমাদের চলনকেও বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে। তাই, জীবন-চর্য্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলিক বিষয়গুলি-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট, যথাযথ ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই প্রয়োজন থেকেই হয় সংজ্ঞার উদ্ভব। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত সংজ্ঞা-সমীক্ষার মূলেও আছে অমনতর বাস্তব প্রয়োজন। ধর্ম্ম, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যবহারিক জীবন ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু বিষয়-সম্বন্ধে জনজীবনে আজ এক অস্পষ্ট, অসংলগ্ন ও বাস্তব-সঙ্গতিরহিত ধারণার ধূম্রজাল রচিত হয়েছে। ভ্রান্ত ধারণার কবলে প'ড়ে অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সৎ-লোককেও অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াতে হয়। অজ্ঞানতা-বশতঃ অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্ত চলনে চ'লে বিধ্বস্তও হ'তে হয়। মানুষ যাতে অমনতর বিভ্রান্তিতে প'ড়ে দিশেহারার মত অবান্তর উপপথে না ঘোরে, সেই জন্য পরমদয়াল দয়াপরবশ হ'য়ে স্বীয় প্রত্যক্ষীকৃত অখণ্ড সত্যদৃষ্টির আলোকে বহু বিষয়ের মূল তাৎপর্য্য, অভিধেয়, মর্ম্ম ও তত্ত্ব-দ্যোতনাকে বাস্তবতা-ও-বিজ্ঞান-সম্মত, একসূত্রসঙ্গত পন্থায় উদ্ঘাটিত ও উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছেন।

ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, বেদ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, বোধি, বিবেক, যুক্তি, প্রত্যয়, ভ্রান্তি, ন্যায়, নীতি, বিধি, আশীর্ব্বাদ, একাগ্রতা, স্মৃতি, অদৃষ্ট, পাপ, পুণ্য, সুখ-দুঃখ, কাম, প্রেম, প্রবৃত্তি, রিপু, গর্ব্বেপ্সা, কপটতা, কূটনীতি, রাজনীতি, বিপ্লব, স্বাধীনতা, কবিত্ব, কর্ত্তব্য, উৎসব, সৌন্দর্য্য, বৈদ্য, বীর, দেবতা, ঋত্বিক্, সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গী, আচার্য্য, মহাপুরুষ, ঠাকুর, পুরুষোত্তম, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, আত্মা, জীবাত্মা, আধ্যাত্মিকতা, ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, আভিজাত্য, দীক্ষা, যোগ, আর্য্যত্ব, তপস্যা, ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম, ক্ষাত্রধর্ম্ম, জপধ্যান, প্রার্থনা, যজ্ঞ, ভক্তি, সমাধি—ইত্যাদি অনেক-কিছুর সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ-ব্যপদেশে বিষয়গুলির স্বরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিগম্য যা' তা' কেমনভাবে অধিগত করতে হবে তারও হদিশ সংক্ষেপে দেওয়া আছে।

পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি, জটিল জীবনাবর্ত্তে এই জ্ঞান-গ্রন্থ অভ্রান্ত দিশারীর মত আমাদের নিয়ত জ্যোতির্ম্ময় সত্যপথে পরিচালিত করুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
৮ই মাঘ, ১৩৭০, বুধবার
২২।১।১৯৬৪

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

আ

ই

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী

পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

হ

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অধিগতি—৩০ = অধিগমন, প্রাপ্তি।

২। অনুভাবিতা—২১৮ = অনুভবক্রিয়া।

৩। অবগতি—৩০ = জানা।

৪। অভিধায়না—৯৩ = তন্মুখী চলনা।

৫। অমুকোপেত (ব্রাহ্মণ)—১৯৬ = অমুক বর্ণের শিষ্ট পরিচর্য্যা দ্বারা প্রাপ্ত।

৬। আধায়নী সম্বেগ—১৮৫ = যে-সম্বেগ সমীচীন ধারণপোষণের পথে নিয়ে চলে।

৭। ইষ্টায়নী—২০১ = ইষ্টের পথে যা' নিয়ে যায়।

৮। ইষ্টায়িত—২০০ = ইষ্টভাবযুক্ত।

৯। উৎচেতিত—১২১ = ঊর্দ্ধমুখী চেতনাযুক্ত।

১০। উৎসারিত—৯৩ = উন্নতির পথে চলৎশীল।

১১। উৎসর্জ্জনা—২০৩, উৎসৃজনা—২২০ = উন্নতিমুখী সৃষ্টি অর্থাৎ চলা-করা।

১২। জীবচিতী—১৫ = জীবনকে চেতন ক'রে রাখে যা'।

১৩। জৈবী-সংস্থিতি—১৪০ = জীবদেহের সংগঠন ; Biological make-up.

১৪। নিবাহ—১৩৫ = নিকৃষ্ট বিবাহ ; 'নিকা' অর্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ।

১৫। পরাবর্ত্তন—১৯৩ = ঠিক তেমনিভাবে থেকে যে-চলা।

১৬। পরিচরণ—১১৫ = চলতে থাকা, চলনা।

১৭। পরিণয়ন—১২৩ = ক্রমান্বয়ী পরিণতি, ক্রমবর্দ্ধমান পরিণতি।

১৮। প্রমাজ্ঞান—৮ = পরিমাপনী জ্ঞান।

১৯। প্রেরণ-বিভাবনী—৭৬ = প্রেরণা-সঞ্চারের দ্বারা বিশেষভাবে হইরে তোলে যা'।

২০। বিচারণা—১৯৪ = চলা, 'বিচরণ' অর্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ।

২১। বিধায়না—১১২ = বিহিত ধারণপোষণের পথ।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২২। বিনায়নী—১১১ = বিহিতের পথে নিয়ে যায় যা'।

২৩। বিনায়িনী-সঙ্কর্ষণ—১৭৬ = বিনায়িত (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে তোলে যে আকর্ষণ বা আকৃতি।

২৪। বিব্রতি—৭২ = বিব্রত হওয়া।

২৫। বিশেষণা—১৪১ = বিশেষিত ক'রে তোলে যে-ক্রিয়া।

২৬। বোধায়নী—১৩১ = বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।

২৭। ব্যাহৃতি—৮৫ = বিচ্ছিন্নতা ; Division.

২৮। ভাববৃত্তি—৮৬ = হ'য়ে ওঠার পথে থাকা, হ'তে থাকা।
[ভূ = হওয়া, বৃৎ = থাকা]

২৯। মূর্ত্তনা—৮৬ = মূর্ত্তি দেওয়া, মূর্ত্ত করার ভাব।

৩০। যোগাবেগ—১৭৭ = যুক্ত হওয়ার আবেগ, সুরত সম্বেগ, Cohesive urge.

৩১। সংহিত—২১৩ = সম্যক প্রকারে বিধৃত ও পুষ্ট।

৩২। সঞ্চলনী-সঙ্কর্ষণ—১১ = Active urge of adherence.

৩৩। সত্তাশক্তি—১২৩ = Active urge of existence (which is transformed into energy).

৩৪। সম্বীত্তত—১২৮ = সম্যকভাবে স্থিত।

৩৫। সম্বৃদ্ধি—১৪২ = সম্ (সম্যক) বৃদ্ধি (বেড়ে ওঠা)।

৩৬। সম্বেদনা—১৪৬ = সম্যক জ্ঞান ও বোধ।

৩৭। সম্ভূতি—১১৩ = সম্যকপ্রকারে হওয়া, উৎপত্তি।

৩৮। সাত্বত—১০৬ = সত্তাসম্বন্ধীয়, জীবনীয়।

৩৯। সুক্রিয়—৯২ = সুষ্ঠু, শোভন এবং শুভ ক্রিয়া-যুক্ত।

৪০। সুস্থি—১৪৩ = সুস্থ থাকা।

৪১। সৌরত-সন্দীপনা—১২১ = সত্তাগত মিলন-সম্বেগের অভিদীপ্তি।

৪২। হর্ম্মক-নিঃস্রাব—১২৪ = Secretion of hormone.

৪৩। হিতী—১৬২ = হিত (মঙ্গল) আছে যা'র মধ্যে।

———

সৎ-এ সংযুক্তির সহিত
তদ্‌গতিসম্পন্ন যাঁ'রা—
তা'রাই সৎসঙ্গী,
আর, তাঁ'দের মিলনক্ষেত্রই হ'ল—।
সৎসঙ্গ।

সংজ্ঞা

সম্যক্ ভজন-সন্দীপী অর্থ-সমন্বিত
বাক্‌ই বাণী । ১ ।

বিকাশ-ব্যাকুল গতিই
যাঁ'র সংস্থিতি—
তিনিই সরস্বতী,
আর, বাক্ বা শব্দই
যাঁ'র সত্তা—
তিনিই বাগ্দেবী ;
তাই, যিনিই বাগ্দেবী
তিনিই সরস্বতী । ২ ।

বাস্তব উপলব্ধিসম্ভূত
সার্থক অন্বিত-সঙ্গতিশীল জ্ঞানকেই
বিদ্যা বলে । ৩ ।

কোন-কিছু
কেমন সংস্থান ও সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
কী পরিণতি বা ফল প্রসব করে,
তা'ই জানাই তো বিজ্ঞান । ৪ ।

যে বস্তু-বিধানকে জানে—
সে জ্ঞানী,
আর, যে বস্তু-বিধানের
সঙ্গতিশীল অন্বিত
ক্রিয়া-তাৎপর্য্যকে জানে—
তা'র সাত্বত প্রয়োগ-কুশলতা নিয়ে,—
সে বিজ্ঞানী । ৫ ।

ধর্ম্ম নিজেই জ্ঞান-সন্ধিৎসু,
এই জ্ঞানসন্ধিৎসা আসে তা'র
পালন, পোষণ, পূরণ-প্রবৃত্তির থেকে,
এইটে সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যা' দাঁড়ায়—
সার্থক সমাহারে
—উপনীত হয় সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অনুকূলে,
আর, যা' থেকে প্রতিকূল যা'
বুঝে, জেনে নিরোধ ক'রতে পারা যায়—
বিপর্য্যয়কে এড়িয়ে চ'লে,—
এরই সমবায় যা' তা'ই বিজ্ঞান। ৬।

কারণ
কী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
কেমন হয়,
আর, কী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে—
অভ্যাস-অনুদীপ্ত কী গুণে
সপ্রকাশ হ'য়ে,
—আর, তা' কা'র পক্ষে কেমনতর,
এরই সার্থক অন্বিত সঙ্গতিবোধই হ'চ্ছে
তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞান ;
আর, পারম্পর্য্যানুপাতিক
বিভিন্ন বিষয়ক অভিজ্ঞানের
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন যে-বোধনা,
তাই-ই হ'চ্ছে জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ৭।

সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন বিজ্ঞানই
বেদ,
আর, বেদ মানেই
বিহিত জ্ঞান বা প্রমাজ্ঞান। ৮।

বাস্তব বোধবীক্ষণা—
যা' সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে বিনায়িত—
তা'ইতো বেদ,—
তা' স্থূলই হো'ক,
আর, সূক্ষ্মই হো'ক । ৯ ।

সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিশীল জ্ঞানই
বিজ্ঞান,
আর, তা'ই বেদ,
প্রজ্ঞাও তা'ই । ১০ ।

অন্তর্নিহিত সঞ্চলনী-সঙ্কর্ষণ-সংঘাত হ'তে
যে-বোধির উদ্ভব হয়—
তা'কে বলা যায়
প্রজ্ঞা বা intelligence. । ১১ ।

যে-বোধ বাস্তব পরিণতিকে
নির্দ্ধারিত করতে পারে—
তা' প্রকৃত । ১২ ।

বোধগুলিতে বিচরণ ক'রে
সঙ্গতির সঙ্গে কোন সিদ্ধান্তে আসাকে
বলা যায় অনুমান । ১৩ ।

একটা বাস্তব বোধের উপর দাঁড়িয়ে
অন্য-কিছুকে পরিমাপ করাই হ'চ্ছে
অনুমান । ১৪ ।

সত্তা ও বস্তুর সংঘাত থেকে যা' হয়
অর্থাৎ, যে ভাব ও বোধের আবির্ভাব হয়,

যুক্তি-যোজনার শৃঙ্খলায়
তা'কে সঙ্গত পর্য্যায়ে সজ্জিত ক'রে,
জীবর্দ্ধিতী সম্বেগ
মস্তিষ্কে যে-সমাবেশ সৃষ্টি করে
তা'কে বোধি বলা যেতে পারে। ১৫।

অন্যায়ের সমর্থন-সূচক বাক্-চালনাই
এঁড়ে-তার্কিকতা,
অন্যায্যতারই পৌরোহিত্য-স্বীকার। ১৬।

ভ্রান্তি মানেই হ'চ্ছে
সৎসন্দীপী—
একসূত্র-সার্থক-সঙ্গতিহারা
ক'রে তোলে যা'—
এমনতর কিছুতে ঝুঁকে পড়া। ১৭।

সার্থক অন্বিত সঙ্গতিশীল
বোধবিনায়নার গ্রন্থন
যা' হ'তে সপর্য্যায়ে
বোধসঙ্গতিকে উপলব্ধি করা যায়,
তা'ই তা'র সূত্র। ১৮।

ব্যাপার-অনুধাবনী বিবেচনা-জরিপে
কুশল-তাৎপর্য্য নিয়ে
যে-বুদ্ধি পরিচালিত না হয়,
তা' কিন্তু প্রায়শঃ বিকৃতাঙ্গই। ১৯।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি-অনুক্রমে
পারিবেশিক পরিচলনের

উপযুক্ত অবগতির ভিতর-দিয়ে
বোধ-পরিচর্য্যায়
বিহিত সমঞ্জস অনুচলনে
যে
নিজের প্রয়োজন-আপূরণী তাৎপর্য্যে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির শুভ-সন্দীপনাকে
আহরণ ক'রে
সার্থকতায় সমুচ্ছল ক'রে তুলতে পারে,
বুদ্ধিমান তো সেই-ই ;
সার্থকতা অর্থান্বিত হ'য়ে
তা'কে অভিনন্দিত ক'রে থাকে প্রায়শঃই । ২০ ।

যা'ই বল আর কর—
বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখ,
আর, যা'র বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি নেই—
তা'ই অলীক । ২১ ।

অভিপ্রায়-অনুযায়ী
বোধ ও ব্যাপারের নিয়োজনই হ'চ্ছে
যুক্তি,
—তা' যে যেমনতর তা'র তেমনতর,
তাই, অভিপ্রায়ও যত সৎ
যুক্তিও তেমনি প্রপূরণী । ২২ ।

যে-প্রত্যয়
সব অবস্থা, ব্যাপার, বিষয়,
চিন্তা ও ভাবনার এলোমেলো যা'-কিছুকে
অতিক্রম ক'রে
যুক্তির বাস্তব সুসঙ্গতি নিয়ে
আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে

ব্যবহারে উদ্ভিন্ন হ'য়ে—
তা'ই কিন্তু দৃঢ়,
তা'কেই বলে দৃঢ়প্রত্যয়। ২৩।

বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের
সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
কী কোথায় কেমন পরিণতি লাভ করে,
যে তা' যতটা যতটুকু জানে,
ন্যায়বিৎও সে তেমন—
বাস্তবে। ২৪।

যে-চলনে
জ্ঞানের ভিতর-দিয়ে
প্রাপ্তি বা অর্জ্জন সংঘটিত হয়—
তাই-ই সরলতা,
সরলতা মানে
বেকুবী বা মূঢ়তা নয়কো। ২৫।

মানুষের বহুদর্শী অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানই
বিবেক,
তা' যা'র যত সার্থক, সুসঙ্গত—
তা'র তত সৎ-সন্দীপী। ২৬।

যে
বাক্য, দর্শন ও বোধের
সার্থক সমীচীন অভিব্যক্তি দিতে পারে—
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুক্রমণায়,
তা' যে-কোন প্রকারেই হো'ক,
বা যে-কোন ভাষাতেই হো'ক,—
বিজ্ঞ কিন্তু সেই। ২৭।

যে নিয়ন্ত্রণ-অনুচর্য্যায়
সত্তা ও স্বস্তি
শুভ-সুন্দরে সম্বর্দ্ধিত হয়,
স্বস্থ হ'য়ে ওঠে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-সহ,
অবস্থা-অনুক্রমিক
প্রয়োগ-কুশল-তৎপরতায়,
নীতি তা'ই । ২৮ ।

সত্তা বা বস্তু
তা'র পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে
যে-চলনে চ'লে
যেমনতর পরিণতি পায়—
তাই-ই বিধি বলে আখ্যাত হয়,
আর, তা'ই জেনে
তদনুপাতিক প্রয়োগ ক'রতে পারে যে
সেই-ই বিধিবিৎ—নিয়ন্ত্রণজ্ঞ । ২৯ ।

একাগ্রচিত্ত মানেই
কাউতে বা কোন-কিছুতে কেন্দ্রায়িত হওয়া—
আগ্রহ-অনুরাগে—সক্রিয়তায়,
এই আগ্রহ-অনুরাগী যে যেমন যা'তে—
অবগতি বা অধিগতিও
তা'র তেমনি তা'তে । ৩০ ।

মনে থাকা মানে
বোধ-বিবিদ্ধ হ'য়ে
মস্তিষ্কলেখায় নিবদ্ধ থাকা,
ঐ নিবদ্ধ যা' আছে
তা'কে উস্‌কিয়ে তোলাই—মনে করা,

আর, সমজাতীয় অনুপ্রেরণায়
ঐ মস্তিষ্কলেখা
যখন চিত্তে প্রতিফলিত হ'য়ে
স্মরণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
তা'ই হ'চ্ছে স্মৃতি,
আর, স্মরণ মানেও হ'চ্ছে
তা'রই প্রতিক্রিয় প্রতিফলন। ৩১।

তোমার চক্ষুর অন্তরালে
যে অবস্থা বা ভাব
তোমার মস্তিষ্কে
যে রেখাপাত ক'রে রাখে—
ঐ ভাব-সম্বন্ধ বোধপাতে—
যা' আবার
তোমারই জানার আড়াল থেকে
বাইরের সেই-জাতীয় সংঘাতে ফুটে ওঠে—
চিন্তায়, চরিত্রে, কর্ম্মে—
তা'ই হ'চ্ছে অদৃষ্টের রেখা
বা অদৃষ্টের লেখা। ৩২।

তোমার শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যী
কৃতি-নৈপুণ্যের ভিতর-দিয়ে
অন্যের ভিতরে
তোমাকে আপূরণ করবার যে-আকূতি জন্মে—
তা' মানুষের ভিতর হো'ক,
বস্তুবিশেষের ভিতর-দিয়েই হো'ক,
ভাল, মন্দ কিংবা মিশ্র তাৎপর্য্যেই হো'ক,
তা'ই কিন্তু তোমার আপ্ত—
নিজের ;
আর, ঐ আপ্তিই প্রাপ্তি। ৩৩।

চুম্বন
আগ্রহ-অনুদীপনারই
চৌম্বক-আকর্ষণ । ৩৪ ।

শুধু কামুক চাহিদাই কিন্তু
কাম নয়কো,
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিলিপ্সু যে-কোন চাহিদাই
কাম । ৩৫ ।

প্রত্যাশা যা'দের প্রেয় বা প্রিয় হয়—
প্রীতি তা'দিগকে
তেমনতরই ক'রে থাকে,
আর, প্রিয়ই যা'দের প্রত্যাশার কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে—
ঐ প্রিয়ের চাহিদাই
তা'দের চরিত্রকে
তেমনতরভাবে বিনায়িত ক'রে তোলে,
তাই, তা'র নাম প্রণয় । ৩৬ ।

প্রেমী সেই—
সর্ব্বতঃ-সন্দীপনায়
সক্রিয় অনুচর্য্যী উপচয়ী আবেগ নিয়ে
যে প্রিয়কে ভালবাসে,
আর, সেই প্রীতি-উৎসারণায়
পরিবেশকেও পরিতৃপ্ত ক'রে তোলে—
পোষণ-পূরণী অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে । ৩৭ ।

প্রীতিই হো'ক,
আর নীতিই হো'ক—
তা' যখন পরাক্রমহীন, সত্তাসংঘাতী,
সংহতিহারা, অসৎ-অনুচর্য্যা-নিরত,

পরশ্রীকাতর, স্বার্থগৃধ্নু, ভোগলিপ্সু
ও পরার্থপর-সহযোগিতা-শূন্য—
তা' কিন্তু ক্লীবত্বই । ৩৮ ।

তোমার সেবা বা অনুচর্য্যায়
উদ্বুদ্ধ বা প্রসন্ন হ'য়ে
মানুষ তোমাকে যা' দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে—
তা'ই তোমার প্রীতি-উপহার । ৩৯ ।

যা' কোন দিক-দিয়েই
উপচয়ী হ'য়ে ফিরে আসে না—
বিহিত তৃপ্তি-পরিবেষণে,
—এমনতর খরচই বাজে খরচ । ৪০ ।

প্রস্বস্তির অন্তরায় যা'
তাই-ই দুঃখ,
স্বচ্ছন্দতাকে ব্যাহত করে যা'
তাই-ই বিপদ্,
সত্তাকে পোষণ না দিয়ে শোষণ করে যা'
তাই-ই রিপু । ৪১ ।

ইষ্টার্থ-অনুপোষণী
সুক্রিয় সর্ব্বতঃ-শুভদ নিষ্পন্নতাই
পুণ্য,
বিচ্ছিন্ন, অপকর্ম্মা, অশুভদ যা'
তা'ই পাপ । ৪২ ।

যা' আমাদের সত্তায় সংঘাত হানে,
সত্তাকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
ক্ষীয়মাণ ক'রে তোলে,

পালন-প্রতিভাকে দমিত ক'রে তোলে,—
তাই-ই পাপ ,
আবার, যা' সত্তাকে সুকেন্দ্রিক ক'রে
পুষ্ট করে,
প্রবুদ্ধ করে,
প্রসন্ন ও প্রদীপ্ত ক'রে তোলে,—
তাই-ই পুণ্য । ৪৩ ।

যা'রা পরিবেশে আত্মঘাতী মরণবীজকে
ছড়িয়ে দেয়—
মরণেরই উপাধ্যায় হ'য়ে,—
মারণদূত কিন্তু তা'রাই । ৪৪ ।

গ্রন্থিনিবদ্ধ অভিভূত আকাঙ্খা
যা' সত্তাপোষণী জীবনীয় হ'য়ে ওঠেনি—
সুকেন্দ্রিক সমাহারে সুসঙ্গতি নিয়ে,
তাই-ই বৃত্তি বা প্রবৃত্তি,—
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক । ৪৫ ।

যে-কোন আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ
বৈশিষ্ট্যপালী-সত্তাপোষণী
বা পূরয়মাণ ইষ্টার্থপোষণী না হ'য়ে
মানুষকে বিকেন্দ্রিক ক'রে তোলে,
যা'ই হো'ক না কেন,
তা'কেই
বৃত্তি বা প্রবৃত্তি বলা যেতে পারে—
আর, ঐ প্রলুব্ধ ঈপ্সার জটিল সমাবেশই
বৃত্তি । ৪৬ ।

বিশ্রাম কিন্তু তা'কেই বলে—
যা'র ফলে, আরোতর উদ্যমে

তুমি শ্রমপটু হ'য়ে ওঠ,
আর, তা' যত স্বস্তিসম্ভার-বাহী হ'য়ে ওঠে—
তত্টুকুই ভাল ৷ ৪৭ ৷

শ্রেয়-সংস্রব ও শ্রেয়চর্য্যা হ'তে
যা'ই তোমাকে সরিয়ে রাখুক,
তা' তোমার অন্তরেই হো'ক
বা বাহিরেই থাকুক,—
তাই-ই তোমার অমঙ্গলপন্থী,
অমঙ্গল অবাধ হ'য়ে
ঐ পথে এগোতে থাকে বা পারে ৷ ৪৮ ৷

মানুষের অহং
প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে
হীনম্মন্যতায় সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে যখন—
স্বার্থগৃধ্নু ঐ প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে,
আত্মম্ভরি প্রতিষ্ঠায়
তা'র পরিবেশকে অবনমিত ক'রে,
ঐ হীনম্মন্য অহং-এর
আত্মপ্রতিষ্ঠার যে-প্রয়াস
তা'কেই
গর্ব্বেপ্সা ব'লে অভিহিত করা যায় ৷ ৪৯ ৷

অহং-এর প্রবৃত্তি-অভিভূতি
যখন সত্তাকে অবজ্ঞা ক'রে
বা তৎসংজ্ঞাকে হারিয়ে ফেলে
ঐ প্রবৃত্তি-তৎপর হ'য়ে চলে—
তা'ই হ'চ্ছে মোহ ;
অর্থাৎ, সত্তা যখন প্রবৃত্তি-আচ্ছন্ন হ'য়ে
বা ওতেই মুহ্যমান হ'য়ে

তৎ-অনুক্রমী চলায় চলে—
তা'কেই বলে মোহ । ৫০ ।

তুমি যা' নও,
লোকের কাছে তা'ই ফলিয়ে বেড়ানই হ'চ্ছে
কপটতা—
প্রতারিত বা প্রবঞ্চিত করতে ;
তাই ব'লে, বিনীত চলনও কপটতা নয়,
আর, যা' নও
তা' হবার জন্য যে-অনুশীলন
তা'ও কপটতা নয়কো । ৫১ ।

অধিগমনের পছন্দসই নিষ্পন্নতাই
সুযোগ । ৫২ ।

যিনি তুমি নও,
অথচ তোমারই আপূরক—
সাত্বত দীপনী শুভ-সমীক্ষায়,
তা' শাসনেই হো'ক
আর তোষণেই হো'ক—
যখন যেমন প্রয়োজন,
তাঁ'র প্রতি অনুরাগনিবদ্ধ হ'য়ে চলাই
যোগ । ৫৩ ।

ধারা মানে যোগস্রোত
অর্থাৎ, সংযোগ-শৃঙ্খল । ৫৪ ।

সুকেন্দ্রিক সুযুক্ত অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
ধী-বিনায়নী তৎপরতায়

উপচয়ী কর্ম্ম-নিয়ন্ত্রণে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্তরে-বাহিরে তুমি যেমনতর হ'য়ে ওঠ—
যোগ্যতায়, জীবনে,—
তাই-ই হ'চ্ছে তোমার যোগ-বিভূতি
বা যোগ-বিভব। ৫৫।

কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
জীবনের যা'-কিছু কর্ম্ম'কে
সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
ইষ্টার্থপোষণে
বাস্তবায়িত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
কর্ম্ম'যোগীর বিশেষত্ব—
আর, কর্ম্ম'যোগই তা'ই। ৫৬।

তোমার প্রিয়তর বা প্রিয়তম যিনি
তিনি তোমার প্রেয় বা প্রেষ্ঠ,
আর, সদনুধ্যায়ী
মাঙ্গল্য-কর্ম্ম যা'—
তা'ই হ'চ্ছে তোমার শ্রেয় কর্ম্ম'। ৫৭।

তুমি যা'ই কর না কেন,—
তা' যখন সংশ্লিষ্ট সব-কিছু নিয়ে
অর্জ্জন-বর্জ্জনের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-অন্বয়ে
সার্থক সামঞ্জস্যে
সক্রিয় বাস্তবতায়
সর্ব্ব'তোভাবে ইষ্টার্থপোষণী হ'য়ে উঠবে—
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
সুষ্ঠু-ফলপ্রসূ হ'য়ে

অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তাঁ'কে,
—ঐ যুক্ত কর্ম্ম'ই আমন্ত্রণ করবে কর্ম্মসন্ন্যাস ;
ঐ প্রবৃত্তি-সংসৃষ্ট ইষ্টার্থপোষণী
কর্ম্মপ্রকৃতিকেই
কর্ম্মসন্ন্যাস ব'লে অভিহিত করা যায়। ৫৮।

সার্থক সুকেন্দ্রিক প্রীতিপোষণী করণীয়ই
কর্ত্তব্য। ৫৯।

উৎসব মানে, শ্রেয়-সৃজনী
সংহতি ও সমাবেশ। ৬০।

বিহিত বিশেষত্বের ভিতর-দিয়ে
বিশিষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরের
হৃদয় জয় করার উৎসবই হ'চ্ছে—
বিজয়া। ৬১।

আদর্শ-সংহতির সহায়ক যে নয়,
সে সত্তা-বিরোধী। ৬২।

অভ্যাসে সত্তা-অনুস্যূত হ'য়ে
যোগ্যতায় যা' প্রতিভাত হ'ল—স্বভাবে,
—তা'ই কিন্তু পেলে,
প্রাপ্তিও তা'ই। ৬৩।

সত্তা-সম্পোষণী যা'
জীবনকে বিনায়ন-উচ্ছল ক'রে তোলে—
অর্থান্বিত সুসঙ্গতি নিয়ে,—
তাই-ই সুন্দর। ৬৪।

সর্ব্বার্থ যেখানে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
তা'ই পরমার্থ। ৬৫।

পরমার্থ মানে
পরম যা' তাঁ'তে
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠা,
অর্থাৎ, সার্থক চলনে চলা। ৬৬।

গণ-মর্ম্ম-উদঘাটনে
অন্তরাবেগকে
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তানুগ রসসঙ্গতি-সহ
পরমার্থে যোগনিবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে
যে যেমন—
কবিত্বের স্ফুরণও তা'র তেমনি। ৬৭।

অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠ যিনি—
বাস্তব শুভ-সম্বর্দ্ধনায় সার্থক সঙ্গতিশীল,
মানস-দৃষ্টি যাঁ'র দক্ষ, সুদূরপ্রসারী—
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের
বিনায়িত সার্থকতায় তৎপর,
তিনিই মনীষী,
এক-কথায়, মুনি ;–
আর, এই মনন-দীপনা যাঁ'র
সার্থক হ'য়ে ওঠে কবিত্বে—
ভাব ও ভাষায় মূর্ত্তিলাভ ক'রে
ক্রিয়মাণ তাৎপর্য্যে,—
তিনিই শুভ-সন্দীপনী সুকবি। ৬৮।

কোন একের সাথে
অন্য যা'-কিছুর

সার্থক সঙ্গতিশীল অনুগতিই হ'চ্ছে
ঐক্যতান,—
যেখানে ঐ যা'-কিছু
নিজের বিশেষত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেও
বিনায়ন-ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
একায়িত হ'য়ে ওঠে । ৬৯ ।

কূটনীতি মানেই হ'চ্ছে—
বাঁকা পথে, দক্ষ কৌশলে
উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করা,
বাজিমাৎ করা । ৭০ ।

সত্তার ধৃতিকে
যা' পালন, পোষণ ও পূরণ করে—
তা'ই পূর্ত্তনীতি বা রাজনীতি । ৭১ ।

বিব্রতি-বিক্ষুব্ধ সত্তার
স্বস্তি-সংগ্রামকে
বিপ্লব বলে । ৭২ ।

স্ব-এর ছন্দায়িত
ধৃতিপোষণী অনুচলনই হ'চ্ছে—
স্বাধীনতা,
অর্থাৎ, যে-আচরণে
স্ব ধারণ-পালনী চলনে
অবাধ হ'য়ে চলতে পারে—
তা'ই স্বাধীনতা । ৭৩ ।

মানসরঞ্জনী তাৎপর্য্যে
লোকজীবনকে
সৎসন্দীপ্ত শুভ-রঞ্জনায়

অনুরঞ্জিত ক'রে তোলাই
যাঁ'র স্বভাব হ'য়ে থাকে—
তিনিই স্বভাব-রাজা। ৭৪।

বিদ্যমানতাকে জান—
নিয়ন্ত্রণী কৃতি-তাৎপর্য্যে,
তবে তো বৈদ্য। ৭৫।

শুভ-সন্দীপনী
প্রেরণ-বিভাবনী সম্বেগসিদ্ধ যে
সেই-ই বীর। ৭৬।

যে অন্যের হৃদ্য হ'য়ে
তা'র অন্তঃকরণকে জয় করতে পারে—
ইষ্টীপূত বিচক্ষণ তৎপরতায়,
বীর কিন্তু সেই। ৭৭।

যিনি লোকসেবী, লোক-আশ্রয়—
ইষ্টার্থাভিদীপনায় দাঁড়িয়ে,—
তিনিই শ্রীমান্। ৭৮।

সত্তাকে যে জানে,
বিদ্যমানতাকে যে জানে—
সব যা'-কিছুর সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
সব দিক-দিয়ে,—
সেই-ই বিদ্বান্। ৭৯।

পাপকে নিরোধ ক'রে
যদি পাপীকে মুক্ত করতে পার,
তবেই তো তুমি পরিত্রাতা। ৮০।

ইষ্টনিষ্ঠ সঙ্গতিকারী অনুচলন
যাঁ'র আছে—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় উৎসারণায়
লোকচর্য্যী পরিবেদনার সহিত—
ঋত্বিক্ তো তিনিই,
ঋত্বিক্ শব্দের উদ্ভবই হ'চ্ছে—
ঋতুশব্দ যজ্-ধাতু—ক্বিপ্ দিয়ে,
তা'র মানেই হ'ল—
যিনি যাজ্ঞিক-গতিসম্পন্ন,
আর, যজ্ঞ মানেই হ'ল—
ইষ্টার্থে লোকসম্বর্দ্ধনা—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে। ৮১।

কোন-কিছু যাহার দ্বারা ধৃত হয়,
পরিপালিত হয়,
পরিপোষিত হয়,—
সেই তা'র অধিপতি। ৮২।

যাঁ'র দ্যুতি
সকলের নিকট জীবনীয় হ'য়ে ওঠে,—
তিনিই দেবতা। ৮৩।

যে-বিষয়ে যাঁ'র
যে প্রভাব বা দ্যুতি আছে—
তিনি তদ্বিষয়ক দেবতা,
দান, দীপন ও দ্যোতন যাঁ'তে আছে
তিনিই দেবতা,
বেদ এঁকেই দেবতা ব'লে
আখ্যায়িত করেছেন। ৮৪।

ঈশ্বরে একমুখীন অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
অন্বিত সামঞ্জস্যে
বোধি-তাৎপর্য্যে
সক্রিয়ভাবে চরিত্র, ব্যবহার ও কর্ম্মে
বিশেষ-বিশেষ গুণে অভিব্যক্ত হ'য়ে
যাঁ'রা লোকহিত-উচ্ছল—
ব্যতিক্রমী ব্যাহৃতিকে ব্যাহত ক'রে,
যাঁ'দের অনুচর্য্যায় ঐ বিশেষত্ব
অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে অন্তরে—
তাঁ'রাই দেবতা ব'লে খ্যাত। ৮৫।

তোমার ভাববৃত্তির বোধবিদীপ্ত
বাস্তব সঙ্গতি যেমনতর—
দূরদৃষ্টির ক্রমকে
ক্রমতাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে,
ব্যত্যয়ী যা'-কিছু তা'কে ব্যাহত ক'রে,—
আর, তা'র বিজ্ঞ বিনায়নে
যেমনতর মূর্ত্তনার অধিস্থিতি হ'য়ে থাকে—
তোমার বিবেকী চেতনার সঞ্চারণায়,—
সেই তো প্রার্থিত দেবতা;
আর, তা'কেই বলে দেবদর্শন। ৮৬।

যিনি
অমিত্র যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
শুভ-সঙ্গত পরিণয়নে
মৈত্রী যা'-কিছুকে পরিবেষণ করেন,
তিনিই মৈত্রেয়। ৮৭।

যাঁ'র সুকেন্দ্রিক শিশুসুলভ সরলতা
বোধিদীপনার ভিতর-দিয়েও

আজীবন ফুটন্ত হ'য়ে চলে—
তিনিই মহান্ । ৮৮ ।

কৃতী যাঁ'রা সর্ব্বতোভাবে—
তাঁ'রাই জ্ঞাননায়ক,
তাঁ'দের বহুদর্শী প্রজ্ঞাই
জীবন-চলনার পাথেয় । ৮৯ ।

সত্তাপোষণী বৈশিষ্ট্যকে
যিনি পোষণ দিয়ে
আপূরণী-প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলেন,
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ । ৯০ ।

যিনি প্রাচীন বা পূর্ব্বতনে
অনুরাগ-উচ্ছল হ'য়ে
তাঁ'দের বার্ত্তা বা বাণী পরিপালন ক'রে
দেশ, কাল ও পাত্রানুপাতিক
তা'রই সুসঙ্গত সার্থক পরিপূরণশীল—
তিনিই পূর্ব্ব-পূরয়মাণ,
ইষ্টার্থ-অনুচারী
তপঃপ্রাণ বেত্তা আচার্য্য তিনিই । ৯১ ।

প্রাচীন ও বর্ত্তমানের
সার্থক সঙ্গতি-শালিন্য
সাম্প্রতিক মহামানবে
সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে
আচরণের ভিতর-দিয়ে
অন্তর-বাহিরের সঙ্গতি নিয়ে
যাঁ'র ব্যক্তিত্বে রূপায়িত হ'য়েছে—
সুক্রিয় তৎপরতায়,
বোধি-সঙ্গতি লাভ ক'রে,

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুবেদনায়,
—আচার্য্য তিনিই। ৯২।

উৎসে যাঁ'র
উৎসারিত অভিধায়না বিদ্যমান—
আপূরণী তাৎপর্য্যে,—
মহাপুরুষ তো তিনিই। ৯৩।

ইষ্টে একায়িত নিষ্ঠা যাঁ'র
দুনিয়ার প্রত্যেকটির ভিতর
নিবিষ্ট-স্রোতা হ'য়ে চ'লেছে—
সক্রিয় তাৎপর্য্যে,—
মহাপুরুষ তো তিনিই। ৯৪।

জীবন-সম্বেগের মূল উৎস যিনি
তিনিই খোদা,
অস্তিত্বের মূল উৎস যিনি
তিনিই খোদা। ৯৫।

সাত্বত বর্দ্ধন-বিভব
যে-ব্যক্তিত্বের কানায়-কানায় ভ'রে আছে—
সক্রিয় তাৎপর্য্যে,
সঙ্গতিশীল অর্থনায়,—
তিনিই ব্রহ্মা। ৯৬।

যাঁ'কে ফাঁকি দিয়ে চললে
তোমার ধৃতিই ব্যাহত হ'য়ে ওঠে—
তিনিই বিধাতা। ৯৭।

বৈশিষ্ট্যে যাঁ'রা বিশেষ হ'য়ে উঠেছেন—
পূরয়মাণ লোকপালী শুভসম্বর্দ্ধনায়

অচ্যুত ইষ্টার্থী পরিবেদনা নিয়ে,—
তাঁ'রাই বশিষ্ঠ,—ঋষি,
—লোক-নিয়ন্ত্রক । ৯৮ ।

যিনি শ্রেয়-নিবন্ধনে
শ্রেষ্ঠ বা উচ্চে
উদ্যত ও নিয়োজিত ক'রে
জ্ঞান-পরিবেষণে
প্রবৃত্তি-নিয়মন-পন্থা নির্দ্দেশ করেন,
তিনিই গুরু । ৯৯ ।

সুগুরু মানেই হ'চ্ছে
শুভ একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব—
যা' চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে । ১০০ ।

যিনি প্রকৃষ্টভাবে হয়েছেন
অর্থাৎ, নিজেকে প্রস্তুত করেছেন—
তিনিই প্রভু,
যা'র যে-বিষয়ে
এই হওয়া বা প্রস্তুতির খাঁকতি যত—
প্রভুত্বের অপলাপও সেখানে তা'র তত । ১০১ ।

বদান্য তা'রাই
যা'রা কাউকেই প্রবঞ্চিত করে না,
বরং পর্য্যাপ্ত ক'রে তোলে—
শুভে, সম্বর্দ্ধনায় । ১০২ ।

সমস্যার ঠক্কর
যিনি যত শুভ-মীমাংসায়

সমাধানে
লোকের হৃদ্য ক'রে তুলে'
পরিবেষণ করতে পারেন—
জীবনের ক্বতিচলনকে সলীল ক'রে,—
ঠাকুরও তিনি তেমনি। ১০৩।

প্রতিকুল বা মন্দ অবস্থাকে
শুভসুন্দরে অতিক্রম ক'রে
যিনি মাঙ্গলিক হোতা হ'য়ে ওঠেন—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির মাঙ্গলিক অভিযান নিয়ে,—
তিনিই তো উত্তম পুরুষ,
আর, ঐ সৎ-সন্দীপনাই
তাঁ'র পূজা-অর্ঘ্য। ১০৪।

কোথায় কখন কেমনভাবে
কী বিপদ হ'তে পারে—
তা' এঁচে নিয়ে
যিনি আগে থেকেই
তা'র নির্ব্বিরোধ নিরোধ
অথবা অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত নিরোধ
সৃষ্টি ক'রে
তা'কে অসম্ভব ক'রে তুলতে পারেন—
সাত্বত চলনকে অব্যাহত রেখে,—
তিনিই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধীমান্। ১০৫।

সাত্বত ধৃতি-উদ্বোধনা
যাঁ'র ভিতর প্রকটিত হ'য়ে ওঠে—
বৈশিষ্ট্যের বিনায়িত অনুক্রমণায়,
পরিচর্য্যী পরিক্রমায়,
আচরণ ও চরিত্রের সহজ অনুরঞ্জনায়,
—যা' সঞ্চারণ-সঙ্গতিতে

সকলের ভিতরে বর্দ্ধন-উদ্দীপনায়
বিস্তারলাভ ক'রে চলে,—
তাঁ'রই ধাতা-স্বভাব,
সেই সত্তাই ব্রাহ্মী সত্তা । ১০৬ ।

ইষ্ট, প্রেষ্ঠ, শ্রেয়, আদর্শ, প্রিয়পরম
ইত্যাদি শব্দ
যেখানেই ব্যবহার ক'রে থাকি না কেন—
তা'র উদ্দেশ্য,
বেত্তাপুরুষ, মূর্ত্ত জীবন্ত মঙ্গল,
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ যিনি—
এমনতর তাঁ'কেই অভিহিত করা,
তাই, ভ্রান্তি যেন তোমাদিগকে
বিপর্য্যয়ে পরিচালিত না করে । ১০৭ ।

সুবাস্তব-সঙ্গতিতে
শুভ-নিয়ন্ত্রণে
উপযুক্তভাবে
আদর্শানুগ উদ্দেশ্যে
উপচয়ী আপূরণী তাৎপর্য্যে
দক্ষ ও কুশল দীপনায়
সত্যকে
যিনি যেমন ব্যবহার করতে পারেন—
মাঙ্গলিক বাস্তব-প্রকট-প্রদীপনায়,—
তিনি তেমনই শ্রেয়দর্শী । ১০৮ ।

যে আত্মিক সম্বেগ
বা যে আত্মিক শক্তির বপনায়
সবাই স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে—
স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে,
প্রকৃতির অঙ্কে,—
তিনিই পরমপিতা ;

আর, পুরুষোত্তম তিনিই—
যিনি অমন ক'রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেও
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ, পরমবেত্তা
তাই, ঐ পুরুষোত্তমই যুগে-যুগে
লোক-উদ্ধাতা—পরমগুরু—
আচার্য্যদেবতা,
মূর্ত্ত ব্রাহ্মী-পুরুষ—
এক—অদ্বিতীয়। ১০৯।

সপরিবেশ তোমার
প্রতিপ্রত্যেকের
চালচলন, আচার-ব্যবহার, বোধবিবেচনা,
দূরদৃষ্টি, প্রকৃতি, পরিচর্য্যা—
যা' ব্যক্তিগত প্রসাদ-নন্দনা সৃষ্টি ক'রে
মঙ্গলকে
তৃপণ-হিল্লোলে আবাহন করে—
তাই-ই সৎ,
তাই-ই মাঙ্গলিক,
তাই-ই শুভ-সন্দীপনার
জ্যোৎস্নামণ্ডিত হাসি,
তাই-ই অন্তঃকরণের তৃপ্তিপ্রসাদ। ১১০।

সৎ কথার থেকেই
সন্তের উৎপত্তি,
বৈধী বিনায়নী
পারস্পরিক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বাস্তবায়িত দর্শন ও জ্ঞানের
চর্য্যানিপুণ তৎপরতায়
নিষ্ঠানন্দিত আত্মস্থ আনতি নিয়ে
সব দিক-দিয়ে

সমীচীনভাবে
যাঁরা লোক-অস্তিত্বের উপাসক—
সন্ত তো তাঁ'রাই। ১১১।

প্রাচীনের সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণে
সঙ্গতি, অসঙ্গতি বা ভালমন্দকে
নির্দ্ধারিত ক'রে
জীবনবর্দ্ধনী বিধায়নাকে আবিষ্কার ক'রে
বর্ত্তমানকে দেশকালপাত্র-হিসাবে
সেই বিধায়নায় সুসজ্জিত ক'রে
ভবিষ্যৎকে সম্বোধি-প্রদীপনায়
যাঁ'রা
বিধায়িত ও নির্দ্ধারিত করতে পারেন—
সূক্ষ্ম, সুদীপ্ত ও সুকেন্দ্রিক সন্ধিৎসা নিয়ে,
সার্থক অন্বয়ী তাৎপর্য্যে,
সুবিন্যাসে,—
সেই দ্রষ্টাপুরুষদিগকেই
ঋষি ব'লে অভিহিত করা হয়,
তাঁ'রাই মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ সূত্রদ্রষ্টা,
তাই, তাঁ'দিগকে ত্রিকালজ্ঞ বলা হয়। ১১২।

বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের
সম্ভূতি,
সংস্থিতি
ও তা'র পরাবর্ত্তন বা পর্য্যাবর্ত্তন
দেশ-কাল-পাত্রের পরিপ্রেক্ষায়
তা'কে তেমনতরভাবে
সার্থক সঙ্গতির সহিত
নির্দ্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন
যিনি যতখানি—

তিনি ত্রিকালজ্ঞও ততটুকু ;
আর, এ যা'র যত সুদূরপ্রসারী
ও সুবিনায়িত,
ত্রিকালদর্শিতাও তা'র তত
সম্যক্-ব্যবস্থিতিসম্পন্ন । ১১৩ ।

পরিবর্ত্তনশীল হ'য়েও
যা'র অস্তিত্বের বিলয় হ'য়ে যায় না,
তাই-ই দ্রব্য । ১১৪ ।

বস্তুসংস্থিতি-তাৎপর্য্য
ও তা'র পরিচরণ ও পরিণয়নকে
জানাই হ'চ্ছে পদার্থবিদ্যা । ১১৫ ।

পদ ও অর্থের সুসঙ্গত সান্বয়ী
সার্থকতার ভিতর-দিয়ে
যে সংশ্লেষণী সমাবেশ বিসৃষ্ট হ'য়ে ওঠে—
তাই হ'চ্ছে পদার্থ-তত্ত্ব । ১১৬ ।

বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্মিলনী আনতিতে
পরস্পর যুক্ত হ'য়ে
যে-বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে—
আস্বাদন-উপভোগ-উদ্দীপনায়
সংশ্লেষ-বিশ্লেষী চলনে,—
সন্ধিৎসার সহিত তা'কে জানা
ও তা'কে আয়ত্ত করাই হ'চ্ছে—রসায়ন,
—স্বাদন সম্মিলনী গতি-পথ,
তাই, পরম কারণকে
"রসো বৈ সঃ" ব'লে
ঋষিরা অভিহিত করেছেন । ১১৭ ।

যে-সংবিধানের ভিতর-দিয়ে
বস্তুসত্তা স্থিতিগতিতে বিদ্যমান থাকে,
তা'ই তা'র আত্মিক-শক্তি । ১১৮ ।

তোমার অন্তঃস্থ যে-দ্যুতি
তোমাকে ধারণ-পালন-সন্দীপ্ত ক'রে
সত্তায় সংস্থ হ'য়ে
জীবন-বর্দ্ধনে উদ্গতিশীল হ'য়ে চলেছে—
তা'ই হ'চ্ছে তোমার আত্মিক-সম্বেগ । ১১৯ ।

অন্তর্নিহিত সঞ্চলনী সমাকর্ষণই হ'চ্ছে আত্মা—
যা' নিয়ত গতিশীল
নানা রকমারি পরিণয়নের ভিতর-দিয়ে । ১২০ ।

যোগেপ্সা, যোগাবেগ বা সৌরত-সন্দীপনা
যা' জৈব-দানায় সংস্থিত হ'য়ে
জীবনে উৎচেতিত হ'য়ে ওঠে,
তা'কেই জীবাত্মা বলে । ১২১ ।

আত্মার প্রকাশ
সংস্থিতির ভিতর-দিয়ে,
সংস্থিতির ভিতর একটা সঙ্গতি আছে,
যে-সঙ্গতিতে আত্মা সঙ্গত হয়েছে—
তা'কেই আমরা কই জীবন,
যাহাকে অধিকার করিয়া বা ধরিয়া
আত্মার প্রকাশ—
আত্মার সেই সসত্ত্ব অভিব্যক্তিকেই
কই আমরা অধ্যাত্ম । ১২২ ।

সত্তাশক্তির কেন্দ্রায়িত নিবিড় সম্মিলনের
পরিণয়নই হ'চ্ছে বিশ্ব ও ব্যষ্টি,

তাই, প্রতি ব্যষ্টির
কেন্দ্রায়িত, সজাগ, সন্নিবেশী,
সর্ব্বতঃসম্বর্দ্ধনী
সত্ত্ব-সমুত্থানই হ'চ্ছে আধ্যাত্মিকতা। ১২৩।

হর্ম্মক-নিঃস্রাব মানে
যে-নিঃস্রাব বিধানকে
বিশেষ-বিশেষ রকমে
গতিশীল ক'রে তোলে। ১২৪।

বীজের অন্তর্নিহিত অঙ্কুরণী সত্তা
যা'র ভিতরে
উদ্গতির সমস্ত প্রকৃতিগত বিশেষত্ব
গুণ ও ক্রিয়ার সহিত নিহিত থেকে
উপযুক্ত পোষণ-পরিচর্য্যায়
জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
সংস্থিতি, প্রকৃতি, গুণ ও ক্রিয়ার সমন্বয়ে—
বীজের অন্তর্নিহিত সত্তার সেই সমাবেশকেই
জৈবী-সংস্থিতি বলা যায়। ১২৫।

পিতৃপ্রচোদনা-প্রভাবান্বিত
জৈবী-সংস্কারই হ'ল
সহজাত সংস্কার। ১২৬।

কুলগত ন্যায্য
সাংস্কৃতিক চলন বা আচারকে
আমি কুলাচার ব'লে অভিহিত করি। ১২৭।

যা' পুরুষ-পরম্পরায় সম্বাহিত হ'য়ে চলে—
বৈশিষ্ট্যকে বিনায়িত ক'রে,

জাতিতে, সমাজে,
কুলে, পরিবারে, ব্যক্তিত্বে,—
তাই-ই ঐতিহ্য। ১২৮।

পূর্ব্বতন সংস্কার
যা' বিহিতভাবে ক'রে
মানুষ
আপদ্ হ'তে মুক্তিলাভ করেছে—
তা'রই সঙ্গতিশীল স্মরণ যা'
tradition বা ঐতিহ্য তা'ই। ১২৯।

ঐতিহ্যের জীবন-দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সংস্কারে
যা' সবার পক্ষে অবশ্য পালনীয়,
যা' ঋষির দর্শনের ভিতর-দিয়ে
দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছে—
তা'ই তো দশবিধ সংস্কার। ১৩০।

বংশ-পরম্পরায় সুকেন্দ্রিক কৃষ্টিতপা হ'য়ে
সার্থক সুসঙ্গত বোধায়নী পরিচর্য্যায়
নিজের বিধান ও বোধিকে
অন্বিত ক'রে যাঁ'রা চ'লে থাকেন,
তাঁ'দিগকে উৎকৃষ্ট বলা হ'য়ে থাকে। ১৩১।

যাঁ'রা—
অস্খলিত নিষ্ঠার সহিত
আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ-
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে

সাত্বত অবস্থা,
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য,
পরিবেশ ও বিহিত বিধায়না—
এগুলিতে খরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে চলেন—
স্বতঃ-নিয়মনায়,
সুসন্ধিৎসু তৎপরতা নিয়ে,
—চতুর তো তাঁ'রাই। ১৩২।

যা' করতে—
যে-ভাব নিয়ে
যেমন ক'রে করতে হয়—
উপযুক্ত ফলপ্রসূ ক'রে,—
তেমনতর চলা, বলা ও করাকেই
সার্থক আচরণ বলতে পার। ১৩৩।

যা'রা প্রতিলোম-পরিণীতা
ও কৃষ্টিবিরুদ্ধ আচরণ-তৎপর,
তা'রা বাহ্য জাতি
অর্থাৎ, কৃষ্টিবাহ্য জাতি ব'লে পরিগণিত—
সদাচারী হ'লেও। ১৩৪।

যে-কোন স্ত্রীই হো'ক না কেন—
কোন বিশিষ্ট সৎসন্দীপী
যুক্তিযুক্ত কারণ-হেতু
গণক্ষোভের কারণ না হ'য়ে
ব্যভিচার-বিড়ম্বনা এড়িয়ে
আত্মোৎকর্ষের জন্য
সে যদি পুনরায়
নিজের সমান বা কুলে-শীলে শ্রেয়
কোন পতিগ্রহণ করতে বাধ্য হয়—

তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
জীবন অতিবাহিত করতে
সুজননের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত রেখে,—
তা'কে
বিবাহ-আখ্যায় আখ্যায়িত না ক'রে
নিবাহ-আখ্যায় আখ্যায়িত করাই শ্রেয়,
কিন্তু প্রতিলোম সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় । ১৩৫ ।

যাঁ'রা কোন বিষয়ে
অবস্থামাফিক মাত্রাকে উল্লঙ্ঘন করেন না,
হৃদ্য-চলন ও ভাবভঙ্গীর ভিতর-দিয়ে
নিজেকে অভিব্যক্ত ক'রে থাকেন—
বিহিত সংযমের সহিত—
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ অনুচর্য্যা নিয়ে,
তাঁ'রাই চরিত্রবান । ১৩৬ ।

তুমি যেমন হও—
তোমার চরিত্রও তেমনি হয়,
এই স্ব-এর হওয়াকে স্বভাব বলে,
স্ব-এর ভাব অর্থাৎ
স্ব-এর হওয়াই স্বভাব,
আর, তা'র ক্বতি-বিকিরণাই চরিত্র—
যা' তোমার চলনের ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
—মোক্তা কথায়
মানুষও তুমি তেমনি কিন্তু স্বভাবতঃ । ১৩৭ ।

যা'-কিছু
মনকে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে—

বিচ্ছিন্ন বিস্তারে,
সঙ্গতিহারা অনর্থক অভিচারে,—
তা' কিন্তু সংস্কৃতি নয় ;
আর, যা'ই
মানুষকে সার্থক সনিবর্বন্ধ সঙ্গতিতে
সম্বুদ্ধ ক'রে
জীবনকে বিবর্ত্তনে বিধায়িত ক'রে তোলে—
সাত্ত্বিক বাঁধনকে বিনায়িত ক'রে,
শ্রেয়মুখতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে,—
সংস্কৃতি সেখানেই। ১৩৮।

যে আচরণ বা অনুশীলন—
সার্থক সুসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যে
যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন ক'রে
জীবনকে পোষণে পরিপুষ্ট
ও পরিবর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে
বৈশিষ্ট্যকে বিধৃত ও বিবৃদ্ধ ক'রে,—
তা'ই সংস্কৃতি,
আর, এমনতর পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
সত্তানুগ সার্থকতার অনুপোষক যা'-কিছু—
তা'ই তা'র শ্রেয় উপকরণ। ১৩৯।

যে-অনুসন্ধান ও আচরণে
সত্তা-সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনকে
অব্যাহতভাবে চলৎশীল ক'রে
রাখতে পারা যায়—
শাশ্বত মৌলিক নীতির উৎকর্ষী অনুবর্ত্তনে,
দেশ, কাল ও পাত্রের পরিক্রমায়
আরোকে উদ্ভিন্ন করতে করতে—
আত্মীকৃত ক'রে পরিবেশের পোষণীয় যা'-কিছুকে—

সত্তাকে পরিপুষ্ট রেখে
সম্বর্দ্ধনায় অবাধ ক'রে তুলতে
পুরুষপরম্পরায়—
কেন্দ্রায়িত অন্বয়ে
জীবনের জৈবী-সংস্থিতিকে
সবৈশিষ্ট্যে উৎক্রমণশীল ক'রে
ক্রম-বিবর্ত্তনে—
নিরন্তর হ'য়ে অমৃত-অনুসন্ধিৎসায়—
তা'কেই
কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। ১৪০।

যে-বিশাসিত বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তুমি উদ্গতিলাভ করেছ—
তা'ই তোমার জাতি ও বর্ণ,
আর, ক্রমান্বয়ী বিশেষণা নিয়ে
যে-সঙ্গতি তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে আছে—
তা'ই তোমার বৈশিষ্ট্য,
আর, তা'র বিপর্য্যয় যেখানে—
বিকৃতিও সেখানে। ১৪১।

আভিজাত্য মানেই হ'চ্ছে
নিজের পিতৃপুরুষের
বৈশিষ্ট্য, গুণ ও গরিমাকে
সত্তাসঙ্গত অর্জ্জনে বৃদ্ধিপর ক'রে
উদ্গতির পরিক্রমায়
চলৎশীল ক'রে চলা—
বৈশিষ্ট্যপ্রবুদ্ধ সত্তার বিবর্ত্তন-পদবিক্ষেপে ;
আর, জাত্যভিমান হ'চ্ছে—
সত্তাসঙ্গত বৈশিষ্ট্য

ও গুণ-গরিমার অর্জ্জন-পটুত্বে
সুনিষ্ঠ না হ'য়েও
বৈশিষ্ট্য, জাতি বা ব্যক্তিত্বের ওজনের
চাপান গেয়ে
অন্যকে ছোট ক'রে দেখা ;
তাই, জাত্যভিমানের দোহাই না দিয়ে
আভিজাত্যের অর্জ্জনমুখর তপে
নিজেকে সমৃদ্ধ ক'রে চল—
তোমার সত্তাও
সমৃদ্ধি-সম্পদে আদৃত হ'য়ে চলবে,
অন্যেও তা'তে সম্বর্দ্ধনা লাভ করবে—
স্বস্তি 'স্বাগতম্' ব'লে
অভ্যর্থনা জানাবে তোমাকে । ১৪২ ।

শরীর-মনের সুকেন্দ্রিক
সমঞ্জসী সক্রিয়তাই সুস্থি,
আর, তা'ই ধর্ম্মের তাৎপর্য্য । ১৪৩ ।

অভ্যুদয়-উৎসারণী বৈশিষ্ট্যপালী
প্রাণন-পরিচর্য্যাই ধর্ম্ম—
যা' সংহতি-সমাবিষ্ট হ'য়ে
সম্বর্দ্ধন-অনুক্রমিকতায় চলে—
পারস্পরিক প্রাণন-স্বার্থী সহযোগিতায় । ১৪৪ ।

যে শ্রেয়কেন্দ্রিক
অভ্যাস-আচরণ-অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
সত্তাকে সুস্থ ও সংস্থ রাখা যায়—

ধারণ-পালনী উৎসর্জ্জনায়,
ধর্ম্ম তো তা'ই ।১৪৫।

যে বোধ ও বিবেচনা-বিনায়িত অনুচর্য্যা
সাত্বত বিধানকে
ধারণ, পালন, পোষণ ক'রে চলতে পারে—
সমীচীন অনুশীলন-তৎপরতায়,
জীবনীয় সম্বেদনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে,—
তা'ই তো ধর্ম্ম ।১৪৬।

মনে রেখো—
সপরিবেশ স্বীয় সত্তাকে
যেমন ক'রে ধারণ করা যায়,
পোষণ করা যায়,
বর্দ্ধন ও সংরক্ষণ করা যায়—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যা নিয়ে,
তা'ই কিন্তু ধর্ম্ম ;
তাই, যেনাত্মনস্তথান্যেষাং
জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে
স ধর্ম্মঃ। ৪৭।

ধৃতিরক্ষার অনুষ্ঠান-আচরণে
যা'রা নজর রেখে চ'লে থাকে,—
ধার্ম্মিক কিন্তু তা'রা ।১৪৮।

ধর্ম্মদান মানেই হ'ল
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাপোষণী যোগ্যতাকে

অভিদীপ্ত ক'রে তোলা—
ইষ্টার্থপরায়ণ ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা-সঞ্চারণে। ১৪৯।

যে-নৈতিকতা নিয়েই চল না কেন,
তা' যদি ধর্ম্মের বিরুদ্ধ হয়,
মানে অস্তিবৃদ্ধির ধৃতি-বিরোধী হয়,
তবে ঠিক জেনে রেখো—
তা' দুর্নীতি। ১৫০।

যা' সত্তাপোষণী শুভ-সম্বর্দ্ধনার
দ্যোতন-প্রেরণা—
তা'ই সুনীতি,
আর, তা'কে যা' ব্যাহত করে,
দুষ্ট ক'রে তোলে,—
তা'ই দুর্নীতি,
অমনতর চলনশীল যা'রা—
তা'রাই কিন্তু দুরাচার। ১৫১।

যা' মানুষকে বিকেন্দ্রিক ক'রে তোলে,
বাঁচাবাড়ার অন্তরায় ঘটিয়ে
উন্নতিকে অবসন্ন ক'রে তোলে যা',
ইষ্টানুগ আত্মবিনায়নী আগ্রহকে
অবসাদগ্রস্ত ক'রে তোলে যা',
অধর্ম্ম কিন্তু তাই-ই। ১৫২।

তোমার প্রতিশোধ যদি প্রতিপক্ষকে
অনুতপ্ত ক'রে তোলে,

পরিশুদ্ধ ক'রে তোলে,
সৎ-সন্দীপী ক'রে তোলে,
সত্তাপোষণী বান্ধব ক'রে তোলে তোমার—
সে-প্রতিশোধ সবারই বরণীয়,
তা' ধর্ম্মদই । ১৫৩ ।

স্বেচ্ছাচারিতায় ধর্ম্ম নেই,
শ্রেয়কেন্দ্রিক সত্তাপোষণী
আত্মোৎসর্জ্জনেই আছে ধর্ম্ম,
সব্যষ্টি গণসত্তার
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে—
সত্য-পালন,
তদনুকূলে
চিন্তা ও কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রণ করাই হ'চ্ছে
ন্যায়,
আর, অসতের বিরুদ্ধে নিরোধ
ও অসৎকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
সত্য, সংহতি ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই হ'চ্ছে
ধর্ম্মযুদ্ধ । ১৫৪ ।

অজ্ঞাত কারণে
আজগবী অভিব্যক্তি দেখেই
হতভম্ব অবাক্ হ'য়ে
ঈশ্বরে আস্থাবান হওয়াই
ধর্ম্ম-সন্ধিৎসা নয়কো,
ইষ্টার্থী-সন্ধিৎসু পরিচর্য্যায়
ব্যাপারকে অনুধাবন ক'রে
তা'র তাৎপর্য্যানুসন্ধানে

কার্য্য-কারণের সম্ভাব্যতাকে
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণে আবিষ্কার ক'রে
তা'র ধর্ম্মকে নিরূপণ-করতঃ
ঈশ্বরে সার্থক ক'রে তুলবার পরিচর্য্যায়
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
সশ্রদ্ধ পর্য্যালোচনায়
সুসঙ্গত পারম্পর্য্যে চলাই হ'চ্ছে
ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বা ধর্ম্মসন্ধিৎসা—
যা' মানুষকে
প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে। ১৫৫।

দীক্ষা মানে তা'ই—
নিষ্ঠা-আকূতির সহিত
যা'র অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
মানুষ সব দিক্-দিয়ে দক্ষ হ'য়ে ওঠে;
সর্ব্বতোভাবে দক্ষ হওয়াই
দীক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য—
উন্নতির কৃষ্টি-তন্ত্র। ১৫৬।

নাও
প্রীতি-অবদান যা'—
কাউকে শোষণ ক'রে নয়,
বরং দক্ষ ক'রে—
আর, তাই-ই দক্ষিণা। ১৫৭।

বাস্তব সত্তাপোষণী যা'
তাই-ই সত্য,
শুভকর
ও আদরণীয়। ১৫৮।

পূর্ব্ব ও পরের
সঙ্গতিশীল আপূরণায়
সার্থক ক'রে তোলে যা',
তাই-ই সত্য। ১৫৯।

সত্তা যা'তে সলীল সংক্রমণে
সংহতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে'
শুভে, সুন্দরে ও পরাক্রমে
সংস্থিতি লাভ করে—
সত্য কিন্তু সেখানেই। ১৬০।

যে-অবস্থায়
যা' তোমার পক্ষে
শুভ ও সত্তাপোষণী,
আর, অন্যের বেলায়ও তা'ই,
মোক্তা কথায়, সত্যি কিন্তু তা'ই। ১৬১।

যা'তে মানুষের অহিত হয়,
তা' কিন্তু সত্য নয়—সত্যের আলেয়া,
হিতী কথা মানেই—
যে-কথার অনুসরণ করলে
শুভের অধিকারী হওয়া যায়। ১৬২।

হিতী কথা ও হিতী ব্যবহারই
সত্য-আচরণ,
যা'তে অহিত হয়
এমনতর কথা বা ব্যবহার—
সহজভাবে তাই-ই কিন্তু মিথ্যা। ১৬৩।

বিশ্বাস মানেই হ'চ্ছে
যা' ধ'রে তুমি বাঁচ, থাক, কর, চল—
অতীতের অভিনন্দনায়
বর্ত্তমানে ফুটন্ত হ'য়ে
ভবিষ্যের পথে—
বিদ্যমানতার সম্ভাবনাকে আহরণ করতে-করতে,
আর, সত্যও ওখানে। ১৬৪।

বিশ্বাস কিন্তু
একটা অলীক প্রত্যয় নয়কো
অবাস্তব ধারণাও নয়কো,
বরং তা'
বোধ ও বিবেচনার সহিত
ব্যবস্থিতি ও প্রস্তুতির
সার্থক সঙ্গতিশীল নির্দ্বন্দ্ব মিলন। ১৬৫।

সত্তার অনুকূল পরিপোষক,
যা' সুদীপ্ত ক'রে তোলে,
জীবনীয় হ'য়ে ওঠে,
শুভ সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
কল্যাণ নিয়ে আসে—
অন্যের অশুভ কিছু না ক'রে,
সত্য কিন্তু তাই-ই। ১৬৬।

সত্তাকে ধারণ, পালন ও পোষণ করা—
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে,—
তাই-ই অহিংসা ও সত্যানুশীলন। ১৬৭।

যা'
আদর্শপরায়ণ উদ্দেশ্যে অটুট থেকে

তাঁ'রই উপচয়ে,
তাঁ'রই স্বার্থে, সমর্থনে, প্রতিষ্ঠায়
যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তৎপ্রতিষ্ঠাকে নিষ্পন্ন করতে পারে,
তা'ই হ'ল ব্যক্তিত্ব ;
আবার, যে-ব্যক্তিত্ব
গণস্বার্থ, গণধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে—
যেমন ক'রেই হো'ক—
উপচয়ী হিতী-সম্বর্দ্ধনায় নিয়োগ ক'রে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে,
সেই ব্যক্তিত্বে সত্যনিষ্ঠা
সহজ কুশল তাৎপর্য্যদীপ্ত । ১৬৮ ।

সত্তাকে যা' সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
ক্ষয়পন্থী ক'রে তোলে,
মোক্তা কথায়—
তা'ই হ'চ্ছে অসৎ । ১৬৯ ।

যে বা যা'
সত্তা,
সত্তাপোষণী সৎ-আহরণ
ও তজ্জাতীয় যা'-কিছুতে
ব্যাঘাত, বিপদ্ বা বিলোপ এনে থাকে,
মোটা কথায়, তা'কেই অসৎ বলা যেতে পারে । ১৭০ ।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে উপচয়ী সৎ-চলনকে
সম্বুদ্ধ ক'রে
নিয়ন্ত্রণে, অপচয়ী যা'-কিছুকে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলাই
মিতি-চলন । ১৭১ ।

জীবনকে সুকেন্দ্রিক সক্রিয় উদ্দীপনায়
স্বস্তি-সন্দীপ্ত ক'রে
যোগ্যতায় প্রাঞ্জল ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
প্রাণন-পরিচর্য্যা । ১৭২ ।

কোন-কিছুর সংস্রব, সংস্পর্শ বা চিন্তায়—
তা' বাহ্যতঃই হো'ক
বা মানসিকভাবেই হো'ক—
সুখী বা দুঃখী হ'য়ে ওঠাই ভোগ । ১৭৩ ।

যে-অনুপ্রেরণা বা উপভোগ
সত্তাকে প্রসারপুষ্ট ক'রে তোলে—
তাই-ই সুখ,
আর, যা' সত্তাকে
সঙ্কুচিত বা সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে—
তাই-ই দুঃখ । ১৭৪ ।

যা' আমরা সহ্য করতে পারি না—
সাধারণতঃ তা'ই দুঃখদ,
আবার, যা' আমরা সহ্য করতে পারি না,
অথচ সত্তার পোষণ-বর্দ্ধনী—
তা' আপাত-দুঃখের হ'লেও
শুভদ ও সুখদ । ১৭৫ ।

যে বিনায়িনী-সঙ্কর্ষণ উপাদানকে
বিশেষে বিশিষ্ট ক'রে তোলে—
বৈধী পরিক্রমায়,—
তাই-ই প্রকৃতি । ১৭৬ ।

নিষ্ঠা, যোগাবেগ, আহার,
সংস্রব ও সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
জীবন
পরিবর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত হ'তে থাকে,
আর, এই হ'চ্ছে প্রকৃতির
অযৌন জনন-পদ্ধতি। ১৭৭।

সৎকেন্দ্রিক, সৎক্রিয়, সার্থক সঙ্গতিশীল
ধারণপালনী সম্বেগই হ'চ্ছে—
ঐশ্বর্য্য,
এই সৎক্রিয় ধারণপালনী সম্বেগ হ'তে
যা' উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
তা'ও কিন্তু তা'ই। ১৭৮।

প্রকৃতি ও লোক-অন্তর আলোড়িত ক'রে
যে-অনুপ্রেরণা
ধারণ-পালন ও পোষণ-সম্বেগে
উচ্ছল হ'য়ে
আপদ্-মুক্তির কৃতিচলনে
জীবনের সঙ্কট মোচন ক'রে থাকে,—
তাই-ই ঐশী হস্ত। ১৭৯।

সার্থক বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে
কৃতিদ্যোতনী
সাত্বত ধৃতি-উৎসারণার
আন্তরিক নন্দনস্ফীতিই হ'চ্ছে
আত্মপ্রসাদ,
আর, ঐ আত্মপ্রসাদই
ভগবৎপ্রসাদ। ১৮০।

নিপুণ কৃতি-উৎসারণায়
সাত্বত পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যে স্বস্তি ও শান্তির
অধিকারী হ'য়ে চলা যায়,
তা'ই হ'চ্ছে—সাত্বত সঙ্গতি,
চলতি কথায় যা'কে ব'লে থাকে স্বর্গ-সুখ। ১৮১।

উৎকর্ষে যাওয়া,
উৎকর্ষে স্থিতি,
উৎকর্ষকে পাওয়া—
স্বর্গের মর্ম্মই হ'চ্ছে এই ;
তুমি যতই ক্রমচলনে
উৎকর্ষ লাভ ক'রে
উৎকর্ষকে পেয়ে
উৎকৃষ্ট স্থিতি লাভ করবে,
ঐ স্থিতিই তোমার
স্বর্গলাভ বা স্বর্গবাস। ১৮২।

আশীর্ব্বাদ মানেই বিধিবাদ—
অনুশাসন-বাক্য,
'তুমি দীর্ঘজীবী হও,
সুখে থাক,
সুস্থ থাক'—
তা'র মানেই হ'চ্ছে, তুমি তা'ই কর
যা'তে তুমি দীর্ঘজীবী হ'তে পার,
বেঁচে থাকতে পার বহুদিন ধ'রে,
তা'ই কর
যা'তে সুখে থাকতে পার,
সুস্থ থাকতে পার,

তা' না ক'রে আশীর্ব্বাদ পেতে চাওয়া
নিরর্থক। ১৮৩।

আশীর্ব্বাদ মানে অনুশাসনবাদ,
বৈধী নিয়মনবাদ,
অর্থাৎ, কেমন ক'রে কী হয়,
তা'র তুক বাতলানো ;
আর, তা' বাদে,
'তুমি ভাল থাক', 'বেঁচে থাক',
'ভাল হ'য়ে চল',
'তুমি জয়লাভ কর', 'তোমার শুভ হউক'—
ইত্যাদি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বচনই স্বস্তিবাদ,
অর্থাৎ, 'তুমি ভাল থাক'
এমনতরই স্বতঃ-অনুজ্ঞা ;
আর, কোন ব্যাপার বা বিষয়ে
নিজে হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে
তা'র যে ব্যাখ্যাত আপ্যায়ন,
তা'ই হ'চ্ছে প্রশস্তিবাদ,
এমন-কি, যেখানে গুণ ব্যখ্যাত হয়
তা'ও কিন্তু প্রশস্তিবাদ ;
তাই, আশীর্ব্বাদ, স্বস্তিবাদ
ও প্রশস্তিবাদের ভিতর
ভুল ক'রো না। ১৮৪।

শ্রদ্ধার চরিত্রগত লক্ষণই হ'চ্ছে—
শ্রদ্ধেয়ের প্রতি
আপূরণী উল্লোল-অনুরাগ-সংযুক্ত
উপচয়ী সক্রিয়তা,
যা' অনুচর্য্যানিরত সেবাসন্দীপ্ত তৎপরতায়
উদ্যমদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
নির্দ্দেশ বা অনুশাসন-পালনী আবেগ নিয়ে,

যা'র দরুন
তৎ-সংশ্লিষ্ট কোনপ্রকার কষ্টই
মানুষের অনুভবে আসে কমই,
এমনতর করার প্রবৃত্তিকেই বলে
আধায়নী সম্বেগ। ১৮৫।

নিজের স্বার্থসেবা-প্রত্যাশায় যা'ই কর—
তা'কেই আরম্ভ বলে,
আর, যখন তোমার সমস্ত কর্ম্ম
যা'-কিছু
ইষ্টার্থ-অনুনয়নে পরিচালিত হয়—
তখন ঐ স্বার্থসেবনকর্ম্ম
স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়,
তখনই হও তুমি
'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী'। ১৮৬।

আচার্য্য-সম্মুখে উপনীত হ'য়ে
চলার স্মারক-সূত্র যা',
তা'কেই উপবীত বলা যায়। ১৮৭।

বৃদ্ধিকে যিনি জানেন
আর চলেনও তেমনতর,
তিনিই ব্রাহ্মণ। ১৮৮।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম মানেই
বৃদ্ধির ধর্ম্ম,
সম্বর্দ্ধনার ধর্ম্ম',
অস্তিত্বকে
যা'র ভিতর-দিয়ে
শুভ-সম্বর্দ্ধনায়

সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা যায়,
নিজেকে
বিবর্দ্ধনে
বিবর্ত্তিত ক'রে তোলা যায়। ১৮৯।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম মানেই বর্দ্ধনী-ধর্ম্ম,
বৃদ্ধিদ ধর্ম্ম,
অর্থাৎ, যে-নীতিবিধি ও অনুশাসন-অনুচর্য্যায়
বৃদ্ধিতে এগিয়ে যেতে পারা যায়,
বা যে-নীতিবিধি, অনুশাসন-অনুচর্য্যা
বৃদ্ধিকে ধারণ করে,
তাই, আর্য্যধর্ম্মই এই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ;
আর, আর্য্য কথাটার মূলেই আছে
চলন, গমন, কর্ষণ,
যে-কৃষ্টি বা কর্ষণের ভিতর-দিয়ে
এই বরণীয় বৃদ্ধিকে পাওয়া যেতে পারে—
তা'ই আর্য্যকৃষ্টি,
তাই, আর্য্য-ধর্ম্মের বিশেষত্বই হ'চ্ছে
ঐ বৃদ্ধিদ কৃষ্টি বা ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টি ;
যা'ই কর,
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে অচ্যুত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শের অনুবর্ত্তনে
সৎ-সম্বর্দ্ধনাকে সম্মুখে রেখে
যখন যেমন যা' ক'রে
ঐ বর্দ্ধনাকে পেতে পার,—
তাই-ই হ'চ্ছে ধর্ম্মানুশাসন,
আবার, তা'র ফলই হ'ল প্রাপ্তি ;
'যেনাত্মনস্তথান্যেষাং
জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে
স ধর্ম্মঃ'। ১৯০।

আদর্শ ও কৃষ্টির অপঘাতের ভিতর-দিয়ে
যখন মানুষের সম্বর্দ্ধনা আহত হয়,
তখন তা'র
ধারক, রক্ষক ও পোষণ-পরিচারক হওয়াই
প্রকৃত ক্ষাত্রবীর্য্য,
অবশ্য, সর্ব্বকালে ঐ আদর্শ ও কৃষ্টির
সম্পূরণ, সম্পোষণ ও সংরক্ষণই
ক্ষাত্রধর্ম্ম । ১৯১ ।

শ্রেয়সন্দীপ্ত একানুধ্যায়ী
সুসঙ্গত সম্বেদনায়
যোগ্যতার পরাবর্ত্তনী, সংহতিমুখর
অভ্যুদয়ী চলনই আর্য্যত্ব । ১৯২ ।

যা' করতে যখন যেখানে
যা' যা' লাগে—
তা' ক'রে
তা'কে সুসম্পন্ন করাই হ'চ্ছে
তপস্যা । ১৯৩ ।

সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-তপানুধ্যায়িতার সহিত
বৈধী-বিচারণাই হ'চ্ছে তপস্যা ;
ঈশ্বরই বিধিস্রোতা—
বিধি-উৎস । ১৯৪ ।

কৃচ্ছ্রতাই কিন্তু তপস্যা নয়,
অনুশীলনী-তপশ্চর্য্যাই হ'ল সাধনা—
যা' নিষ্পন্নতায় নিবিষ্ট ক'রে তোলে । ১৯৫ ।

তপের দ্বারা সবাই
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে—
কৃতিতপা হ'য়ে,
এবং তা'দিগকে বলে—
অমৃকোপেত ব্রাহ্মণ। ১৯৬।

আত্মচিন্তা মানে সত্তার চলনের চিন্তা,
যা' নানা করণে প্রবাহিত হ'য়ে চলে—
তা'রই সার্থক সমঞ্জস অনুধাবন,
স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ১৯৭।

সন্ধ্যা মানেই
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'কে ধারণ করা—
ধ্যানে, চিন্তনে, সংযোজনায়,
তোমার যা'-কিছু আছে, সব নিয়ে—
স্বতঃ-নিয়ত,
উপচয়ী ক্রিয়মাণ তাৎপর্য্যে। ১৯৮।

সৌরত-সন্দীপনা মানুষের জীবনে
যতই অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে,
দুনিয়ার সৌন্দর্য্যও তা'র চক্ষু হ'তে
তিরোহিত হ'তে থাকে তেমনি ;
আর, মানুষের অন্তর্নিহিত
সুকেন্দ্রিক যোগদীপনা—
যা'র ললিতলাস্যে জীবন গজিয়ে ওঠে,
তা'কেই সুরত
বা সৌরত-সন্দীপ্ত বলে। ১৯৯।

ইষ্টায়িত অনুচলনে
কর্ম্মের শুভনিষ্পন্নতাই
সাধুত্ব। ২০০।

সাধুত্ব মানেই—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টায়নী তৎপরতায়
সাত্বত করণীয় যা-কিছু,
সেগুলিকে নিষ্পন্ন ক'রে কৃতী হওয়া,
এই সাত্বত কৃতিত্বই সাধুত্ব। ২০১।

ইষ্টার্থ-অভিদীপনায়
যা'দের ধী স্থিতি লাভ করেছে—
তা'রাই মুনি। ২০২।

বাস্তব সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
ব্যাপার ও বিষয়গুলিকে দেখে
ভালমন্দের বিহিত তাৎপর্য্যে
যাঁ'র বোধদৃষ্টি
দক্ষ বিনায়নশীল উৎসর্জ্জনা নিয়ে চলে—
তাঁ'কেই তো ঋষি ব'লে থাকে। ২০৩।

যাঁ'রা ধৃতিবিদ্যাবিশারদ,
সার্থক সঙ্গতিশীল
সমীচীন তৎপরতায়
যাঁ'রা ধৃতিকে বাস্তবভাবে
দর্শন করেছেন,
অনুভব করেছেন,
অর্থাৎ, সাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মা যাঁ'রা,
যাঁ'রা বস্তুধর্ম্মকে

বাস্তব প্রত্যয়ী বিনায়নে
নিয়মন করতে পারেন—
শ্রুতি-তাৎপর্য্যকে
বিহিত অভিনিবেশের সহিত
বোধবিনায়িত ক'রে,
ঋষি তো তাঁ'রাই। ২০৪।

যিনি তথ্যের ভিতর গমন ক'রে
তত্ত্ব আহরণ করেছেন,
তিনিই ঋষি। ২০৫।

যে-মনীষী
সুকেন্দ্রিক আচার্য্য-অনুধ্যায়িতার সহিত
বিজ্ঞানবেত্তার তত্ত্বদৃষ্টি নিয়ে
বিষয় ও বস্তুর অন্বিত সঙ্গতিকে
অবলোকন ক'রে
সংসিদ্ধ দৃষ্টিতে
বিধিকে উদ্ঘাটন ক'রে
বস্তুধর্ম্মকে নির্দ্ধারিত ক'রে থাকেন,
তিনি ঋষি—তত্ত্বদ্রষ্টা,
বৈশিষ্ট্যপালী লোকনমস্য তিনিই ;
তাই, 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ',
আর, ঐ বিধিবিনায়িত অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
তাঁ'র ঋক্-মন্ত্র ;
ঈশ্বরই পরম তত্ত্ব,
ঈশ্বরই পরম বিজ্ঞান,
ঈশ্বরই বস্তু ও ধর্ম্মের পরম ধাতা,
সর্ব্বার্থ-অর্থান্বিতের
পরম সঙ্গতিই ঈশ্বর। ২০৬।

বিশেষ কোন প্রক্রিয়ার অনুশীলন ক'রে
তা'তে কৃতকার্য্য হওয়াই
বিভূতি বা সিদ্ধাই। ২০৭।

তপশ্চর্য্যায়
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণে
বাস্তব পরিক্রমায়
ভঙ্গী-তাৎপর্য্যের সহিত
মনোদীপ্তির সুসঙ্গতিতে
যেমন বিনিয়োগে যা' সংঘটিত হয়,
আয়ত্তে অধিগত ক'রে
তা'রই প্রয়োগ-ব্যবস্থিতিতে
ব্যাপার বা অবস্থার প্রয়োজনানুরূপ নিয়ন্ত্রণ—
তা'ই হ'চ্ছে সিদ্ধাই বা বিভূতি,
কিন্তু এই সিদ্ধাই বা বিভূতি-সম্বেগ
মানুষকে
পরমার্থে সার্থক ক'রে তোলবার
বাধাই সৃষ্টি ক'রে থাকে প্রায়শঃ। ২০৮।

কৃতিপরিচর্য্যী মননের ভিতর-দিয়ে
বিহিত বিনিয়োগে
প্রয়োগ-তাৎপর্য্যে
যে তুক তোমাকে
সার্থক ক'রে তোলে
সিদ্ধ ক'রে তোলে,—
মন্ত্র কিন্তু তা'ই। ২০৯।

কেন্দ্রায়িত আবেগ নিয়ে
দুনিয়াদারির বুকে

সুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণমুখর হ'য়ে চলাকেই
চৈতন্য-সমাধি কয়,
চলতি কথায় যা'কে বলে
চেতন সমাধি। ২১০।

কোন-কিছুর সম্যক্ ধারণা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
নিবিষ্ট হওয়াই হ'চ্ছে সমাধি—
সত্তায় থেকেও
উপলব্ধির পথে হ'য়ে যাওয়া,
সমাধি কিন্তু লয় নয়কো,
বা অজ্ঞচেতনা নয়কো,
বরং সমাধি-সঞ্জাত উপলব্ধির
সার্থক জাগরণই হ'চ্ছে
বোধ বা প্রজ্ঞা,
এই হ'চ্ছে কেবল জ্ঞান-মূর্ত্তি—
মূর্ত্ত ভজনানন্দ। ২১১।

কাউকে সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
খুশি ক'রে খুশি হওয়ার যে অচ্যুত আবেগ
সেই-ই ভক্তি,—
মানুষের অচ্যুত আবেগময়ী যে-ভাব
তাই-ই ভক্তির ফল-স্বরূপ। ২১২।

আশ্রম কথার মানে হল
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
শ্রমপ্রিয় কর্ম্মকুশলতার ভিতর-দিয়ে
মানুষ যেখানে যোগ্যতা অর্জ্জন করে—
অসৎকে নিরোধ করতে

ও মঙ্গলকে সঞ্চয় ও সংহিত
ক'রে তুলতে জীবনে। ২১৩।

আচার্য্যানুরাগের ভিতর-দিয়ে
স্বাভাবিক শ্রমচর্য্যায়
যেখানে শিক্ষা ও চরিত্র
সত্তা ও শরীরের মত—
বাক্ ও তা'র অর্থের মত—
সার্থক সুসম্বদ্ধ উদ্বর্দ্ধনায়
উন্নত হ'য়ে ওঠে,
সহজ কথায় তা'কেই আশ্রম বলে। ২১৪।

যেখানে জ্ঞানগুলিকে বিভাগ ক'রে
বিভিন্ন গুচ্ছে সমাবেশ করা হয়—
সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে,
সেই বিদ্যাপীঠকে
বিহার বলা যেতে পারে। ২১৫।

যজ্ঞ মানেই হ'চ্ছে
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী কর্ম্ম,
অর্থাৎ, যে-অনুষ্ঠান
ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
লোকভাবকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
ঐ কর্ম্মে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে হয়। ২১৬।

সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতির পথে চলাকে
'প্রব্রজ্যা' ব'লে থাকে—

অর্থাৎ, যে-চলনে
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে
সংস্কার করা যেতে পারে । ২১৭ ।

পৌত্তলিক তা'রাই—
যা'রা অর্থান্বিত তত্ত্বসঙ্গতির
বাস্তব বিনায়িত বৈশিষ্ট্যকে
উপেক্ষা ক'রে
কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজা করে,
যে-অভিব্যক্তি তা'র তাত্ত্বিক স্ফুরণাকে
অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না—
বোধচক্ষুতে
অনুভাবিতা নিয়ে
ক্রম-সার্থক স্ফুরণায় । ২১৮ ।

তোমার চাহিদা
যেমন করায় পরিচালিত করেছে তোমাকে,
এক-কথায়, প্রার্থনা করেছে যেমন,
অন্তঃস্থ ঐশী-সম্বেগ তোমার
তা'ই মঞ্জুর করেছে ;
আর, চাহিদামাফিক প্রকৃষ্টভাবে ক'রে চলা—
প্রেষ্ঠকে কেন্দ্র ক'রে,
বিনায়িত হ'তে-হ'তে,—
তাই-ই প্রার্থনা । ২১৯ ।

নিষ্ঠা মানেই লেগে থাকা—
সব দিক্-দিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমচর্য্যী উৎসৃজনায় ;

যাঁর প্রতি নিষ্ঠা থাকে—
প্রীতি-আবেগ নিয়ে,
নিরন্তর অবিচল হ'য়ে,—
তাঁর যা'-কিছু করবার দায়িত্ব
নিজেরই দায়িত্ব হ'য়ে ওঠে—
স্বতঃ-সন্দীপনায় ;
তাহ'লেই দেখ—
ঐ নিষ্ঠা যা'দের বাস্তব হ'য়ে উঠেছে—
অস্খলিতভাবে,
সহজই হো'ক আর কঠিনই হো'ক,
তা' তা'দের অস্তিত্বকে
অমনি ক'রেই বাড়িয়ে তোলে—
বড়-হওয়ার আবেগ-অহঙ্কারে নয়,
পরিচর্য্যা-পরিবেষণী আকূতি-উদ্যমে ;
এমনি ক'রেই, যা'র যাঁ'তে নিষ্ঠা,
সে তাঁ'রই গুণ-গরিমায়
বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে—
স্বতঃ-সন্দীপনায় ;
নিষ্ঠা মানে,
বাত্‌কে বাত চালচলন নয়কো। ২২০।

জপ মানে মানস কথন—
মনে মনে বলা,
কী বলা ?—
তুমি যদি তপস্যানিরতি নিয়ে থাক,
ঐ তপোমন্ত্রকে—
—যা' তুমি আচার্য্য-সন্নিধান হ'তে
অর্থাৎ, যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন
তাঁর কাছ থেকে পেয়েছ
তা' অন্তরে চিন্তা করা,

এবং তদনুগ চলন, বলন ও করণে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
তা' ক'রে চলা,—
নিষ্পাদনে
তা' যতক্ষণ না মূর্ত্তি পরিগ্রহ করছে ;
তা'ই নয় কি ?

আবার, মন্ত্র মানেও তেমনি,
যা' মনন করলে ত্রাণ হয়,
কিসের ত্রাণ হয় ?—
অন্তঃস্থ সমস্যার ;

অন্তঃস্থ সমস্যাগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
বিশ্লিষ্ট ক'রে
বিভাজিত ক'রে,
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে বিন্যাস ক'রে
অন্তর-চিন্তায় ও বহিঃক্রিয়ায়
তা'কে
সুসংহত তৎপরতায় নিষ্পাদন করা—
—অন্তরেই হো'ক্
আর বাহিরেই হো'ক্,—
আর, তা'র বাহ্যিক
ও অন্তর-অভিব্যক্তিগুলিকে
বিন্যাস ক'রে
প্রাজ্ঞ বিভূতিতে
বহুদর্শিতা লাভ করা—
সক্রিয় সম্বেদনায়,
এইতো আমার মনে হয় ;

তাই তো মহাজনরা বলেন—
'জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধি-
র্জপাৎ সিদ্ধি-র্ন সংশয়ঃ । ২২১ ।

সত্য মানেই—

আমি বুঝি সৎ

অর্থাৎ সত্তা—

যা'র অস্তিত্ব আছে,

থেকে বেঁচে আছে ;

তুমি চিরায়ু হ'য়ে

বেঁচে থাক,—

চিরায়ু চির-বোধবিবেকী

চেতনা নিয়ে ।